দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সৃজনশীল পদ্ধতি এবং বাস্তবতা

মো. আলাউদ্দিন আল আজাদ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-ত শিক্ষার্থীদের সৃজনীশক্তির বিকাশে মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থায় মুখস্থ করে সরাসরি লিখে দেওয়ার সুযোগ থাকছে না, পরীক্ষায় উত্তর লেখার সময় শিক্ষার্থীরা চারটি ধাপ (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) মেনে পরীক্ষা দেবে। এতে সনাতনী ধারার "মুখস্থ বিদ্যা" থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষার্থীরা সৃজনীশক্তিতে বিকশিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও সৃজনশীল পদ্ধতির প্রয়োগ এবং প্রাপ্তি নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে বা হচ্ছে।

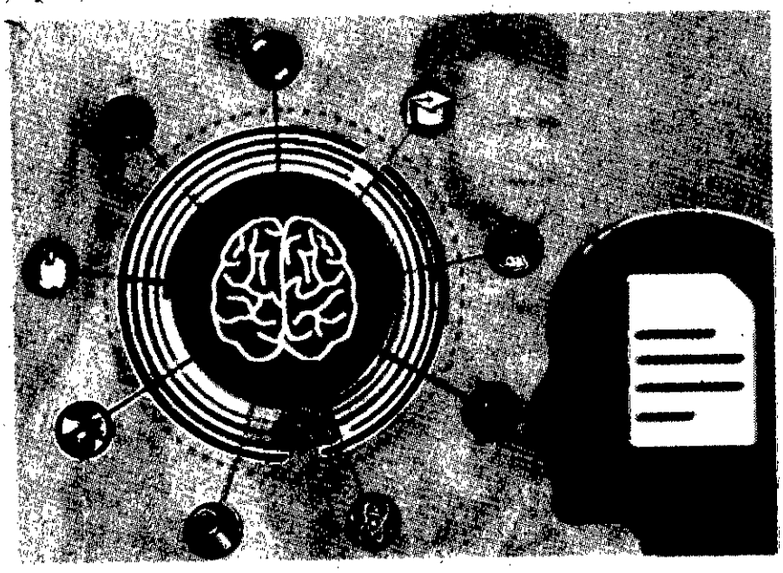

৫ম শ্রেণি থেকে শুরু হয়ে এইচএসসি পর্যন্ত সকল পরীক্ষা সৃজনশীলতা মেনে নেওয়া হচ্ছে। উদ্দীপক থেকে পঠিত বিষয়ের সমন্বয় করে পরীক্ষা দেওয়ার সৃজনশীল ব্যবস্থাকে খারাপ বলছি না। কিন্তু যখন এইচএসসি পাসের পর বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও বুয়েটে ভর্তির জন্য "মুখস্থ বিদ্যায়" সবাইকে উঠে-পড়ে লাগতে দেখি, তখন মনে হয় সৃজনশীলতার কি দরকার ছিল? যেখানে আট বছর ধরে সৃজনশীল ধারায় পড়াশোনা করার পরও পূর্বের এবং বাদ দেওয়া ব্যবস্থা অর্থাৎ "মুখস্থ বিদ্যা" বহাল থাকছে, সেখানে প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শুধু তাই নয়, স্নাতক পর্যায়ের কোথাও এমন পদ্ধতিগত সৃজনশীলতা মানা হচ্ছে না বা নেই। নির্দিষ্ট টপিক পড়ে, মুখস্থ করে ও পরীক্ষায় লিখে এ পর্যায়ে হরহামেশাই ভালো ফলাফল করতে দেখা যাচ্ছে। আবার, পাস করা শিক্ষার্থীরাও কর্মক্ষেত্রে ভালোভাবেই কন্ট্রিবিউট করতে পারছে, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সমস্যা যেখানে তা হলো—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে নতুন একটা পদ্ধতি "সৃজনশীলতার" আবির্ভাব! যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সৃজনশীল পদ্ধতির অবতারণা হয়েছিল তা মোটেও বাস্তবায়িত হয়নি. বিপরীতে শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্বের ও পরের ধাপগুলোতে সৃজনশীলতা না থাকায় সমন্বয়হীনতা তৈরি হয়েছে।

সৃজনশীলতার নামে শিক্ষার্থীদেরকে থামাথা একটা প্রেসারে রাখা হচ্ছে ! সৃজনশীল প্রশ্ন সহজভাবে বুঝতে না পারা! যার ফলে তাদেরকে কোচিংয়ের দুয়ার থেকে দুয়ারে নিতে বাধ্য করছে। তাদের গাইড বই নির্ভরতা কমে আসার পরিবর্তে বেড়ে গিয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-এর প্রতিবেদনে সৃজনশীল পদ্ধতির বাস্তবতা আমাদেরকে ভাবায়। গত আট বছর আগে শুরু হওয়া পদ্ধতিটি নিয়ে হতাশার খবরই বেশি। 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' (এসইএসডিপি)-এর উপর তৈরি প্রতিবেদন অনুসারে, প্রায় ৬০ ভাগ শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতি বুঝে না। অধিকাংশ শিক্ষক যেখানে পদ্ধতিটাই বুঝে না, সেখানে নতুন এই পদ্ধতির প্রয়োগ শিক্ষা ব্যবস্থায় কতটুকু স্বস্তি এনে দিয়েছে তা প্রশ্নবিদ্ধ। বুঝতে না পারার দোষ যদি শুধু শিক্ষার্থীদের থাকতো তাও মানা যেত, সেখানে এখনও অর্ধেক শিক্ষকই সৃজনশীল পদ্ধতিতে কাঁচা! যে-কারণে পাঠদান ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নে তারা গাইডের ওপর নির্ভরশীল। প্রায়ই সরাসরি গাইড বইয়ের প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার নজির দেখা যায়। হালে কি হচ্ছে! শিক্ষা ব্যবস্থার গঠনগত চেহারা বদলালেও ভিতরটা তথা উদ্দেশ্যগতভাবে তা অন্তঃসারশূন্য রয়ে যাচ্ছে।

সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠদান আরও সহজবোধ্য করতে পদ্ধতিটি চালু হয়। উদ্দেশ্য হিসেবে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং সবার সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। সম-অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য পূরণ হলেও সৃজনশীল ব্যবস্থায় কোনো উন্নয়ন হয়নি। বাস্তবিকভাবে সৃজনশীল পদ্ধতির সৃজনীশক্তি সুপ্তই থেকে যায়, যা সৃজিত হতে পারেনি শিক্ষা ব্যবস্থায়। মাঝে দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সাতটি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

আর যাই হোক অন্তত শিক্ষা ব্যবস্থা এভাবে চলতে পারে না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন (সৃজনশীল) পদ্ধতির প্রয়োগ করা হলো, তা থেকে যদি আশাব্যঞ্জক ফল না পাওয়া যায় তাহলে সে পদ্ধতি নিয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। আমরা চাই, সব অস্থিরতা কাটিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা একটা বাস্তব ও ফলপ্রসূ ধারায় প্রবাহমান থাকুক। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথে অটুট থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ধাপ সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে পরিচালিত হউক। এদেশের প্রতিটি মানুষ প্রত্যাশা রাখে যে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগের সঙ্গে মানিয়ে টেকসই হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটুকু পালন করবে!

● **লেখক : শিক্ষার্থী, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়**